এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

অক্টোবর ২০১০

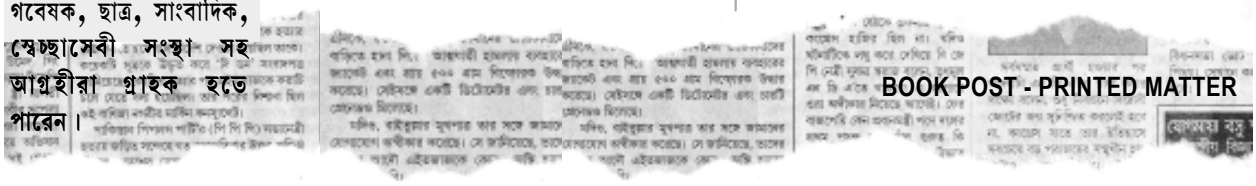

BOOK POST - PRINTED MATTER

কঠোর পরিবেশ

১৬/২২৬

পরিবেশ সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ কে আরও কঠোর করতে সংশোধনী আসছে। পুরোনো আইন দিয়ে বিধি ভাঙা কোম্পানির শাস্তির ব্যবস্থা করতে অসুবিধা হচ্ছে। ফলে তারা সুবিধা নিচ্ছে। খসড়াতে বিশেষজ্ঞ-সংস্থাকে পরিবেশবিধি প্রয়োগের তদারকির ভার দেওয়ার প্রস্তাব আছে। বর্তমানের আইনে দোষীকে জরিমানা ও শাস্তি দেওয়ার জন্য বহু সময় যায়। অনেক সময় বছরের পর বছর গড়ায়, দোষীরা পার পেয়ে যায়। আইন শক্তিশালী করতে উপগ্রহ-প্রযুক্তির সাহায্যে, দূষণের তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরা ও সংশ্লিষ্ট দফতর—প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় গড়ারও প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

অন্ন চাই... প্রাণ চাই...

১৬/২২৭

ইউপিএ সরকারের জাতীয় উপদেশক পর্ষদ খাদ্য সুরক্ষা আইন দ্রুত কার্যকারী করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই কর্মসূচিকে তুলনা করা হয় ব্রাজিলের 'ফোম জিরো প্রোগ্রাম'-এর সঙ্গে। এই আইনে, শহরের গরিবদের জন্য ভরতুকিতে কমিউনিটি কিচেন থেকে রান্না করা গরম খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। ভরতুকি নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তি তোলা হলেও সরকারের কথা, বয়স্ক ও শিশুদের বিশেষ করে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করতে আমেরিকাসহ অনেক উন্নত দেশেই এই ধরনের ভরতুকি-ব্যবস্থা রয়েছে।

বিধিলিপি

১৬/২২৮

উষ্ণায়ন সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী নির্ভুল। প্রমাণ পাকিস্তানের বন্যা, রাশিয়ার দাবানল এবং চিনের ভূমিধ্বস। গ্রিনহাউস গ্যাসের কারণে জলবায়ুর অস্থিরতা সৃষ্টি করছে ভয়ংকর দুর্যোগের ঘটনাগুলি। পাকিস্তানের বন্যাকে রাষ্ট্রসংঘ সাম্প্রতিক ইতিহাসে সব থেকে বড় সমস্যা বলে উল্লেখ করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় দেড় কোটি মানুষ, মৃত্যু হয়েছে ১৬০০ জনের। চিনে এই বছরের বন্যায় ১১০০-র বেশি মানুষ মারা গেছে, ক্ষতির পরিমাণ কোটি কোটি ডলার। রাশিয়া ১৩০ বছর পর এবার, সব থেকে ভয়ংকর তাপপ্রবাহের শিকার, বহু জায়গা দাবানলের গ্রাসে চলে গেছে, মস্কোতে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের।

যূপকাষ্ঠ

১৬/২২৯

অরণ্য সাফ ও পরিবেশের শোচনীয় অবনতির দরুন প্রতি বছর পেরুতে প্রায় দেড় হাজার বর্গ কিলোমিটার করে আমাজন জঙ্গল হারিয়ে যাচ্ছে। পেরুর আমাজন বনের পরিমাণ ৬ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টর। আমাজন অঞ্চলের ৮টি আঞ্চলিক সরকারের কাজ মূল্যায়ন এবং বৃষ্টিবন রক্ষার্থে, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। রিপোর্টে ৪২ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য আমাজন বৃষ্টিবনের মাটির মান খারাপ হওয়াকে দায়ী করা হয়েছে। বৃষ্টিবন কমে আসার ফলে স্থানীয় জনজাতিদের অবস্থা সব থেকে খারাপ হয়েছে, কারণ এই বনই তাদের জীবনরেখা। সরকারি সাহায্য ও পরিষেবার অভাব হেতু তারা বাঁচার জন্য গাছ কেটে ফেলছে।

বীরের এ রক্তস্রোত... ১৬/২৩০

দেশের, অরণ্য ও বন্যপ্রাণ রক্ষার সংগ্রামে প্রাণ দিতে হল তথ্যের অধিকার কর্মী অমিত বি জেঠাওয়াকে। জেঠাওয়া ওখানকার গির নেচার ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। কাজ করতেন তথ্যের অধিকার আইন নিয়ে। গুজরাট হাইকোর্টের কাছে তাঁকে গুলি করে দুই আততায়ী। অপরাধ, গির অরণ্যে বেআইনি চুনাপাথর খাদানের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন। দুশো বর্গকিলোমিটারের এই অভয়ারণ্য এশীয় সিংহ, চিতল হরিণ, নীলগাই এবং চিংকারার জন্য বিখ্যাত। বেআইনি খননের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে তিনি যে জনস্বাস্থ্য মামলা করেন, সেখানে রাজ্যের একজন মন্ত্রীর নাম ছিল যিনি ওইসব বেআইনি কার্যকলাপ সমর্থন করেছিলেন। 'বন্যপ্রাণী আইন ১৯৭২' অনুযায়ী গির অরণ্যের পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে খননকার্য বেআইনি হলেও, কেন্দ্র ও গুজরাট সরকার উভয়েই সেই কাজ বন্ধ করতে পারেনি বলে জেঠাওয়া কোর্টকে জানিয়েছিলেন।

যুগের ডাক ১৬/২৩১

হরকরার শ্রম লাঘব করতে ডাকবিভাগ সৌরশক্তি চালিত 'ডেলিভারি রিকশা' চালু করেছে। আপাতত রাজস্থানের আজমেরে ১০টি পরিবেশবন্ধু 'সোলেক্সা' দিয়ে প্রকল্পটি শুরু হচ্ছে। পরে দেশের সর্বত্র এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে। দূষণহীন, সৌর ব্যাটারি চালিত 'সোলেক্সা' কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এবং কাইনেটিক মোটরের যৌথ উদ্যোগে তৈরি। সমীক্ষায় প্রকাশ, ১০ থেকে ১৫ কেজি পর্যন্ত চিঠিপত্র ও পার্সেল গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতে, দৈনিক একজন হরকরাকে ৪০-৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হেঁটে, সাইকেলে বা অন্য যানবাহনে যেতে হয়। কিন্তু 'সোলেক্সা'-র সাহায্যে দূরান্তেও তারা সহজে ও সময়ে আরও ওজনদার চিঠিপত্র, পার্সেল পৌঁছে দিতে পারবে। ডাক-ব্যবস্থাকে উন্নত করে তুলতে 'প্রজেক্ট এ্যারো' নামের প্রকল্পের এটি একটি অংশ।

ব্রেক ক্..ক্... ১৬/২৩২

ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেমব্লি জানিয়েছে টিভিতে বিজ্ঞাপনের প্রচার বাচ্চাদের খাবার নিয়ে প্রভাবিত করছে। সন্তানকে অন্য সন্তানের তুলনায় বুদ্ধিমান, শক্তিমান ও লম্বা করে তুলতে বাবা-মায়েরা বিশেষ বিশেষ কোম্পানির খাদ্যবস্তু বেছে নিচ্ছে। বাচ্চা দ্রুত বেড়ে উঠবে এবং তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে বলে, তাদের নির্দিষ্ট বেবি অয়েল দিয়ে মালিশ করা হচ্ছে। আবার কোনো বিজ্ঞাপন দাবি করছে, তাদের তৈরি লোহা-সমৃদ্ধ খাদ্য বা ক্যালসিয়াম-পূর্ণ বিস্কুট খেলে শিশু হয়ে উঠবে সেরা বুদ্ধিমান। সম্প্রতি আমেরিকায়, নেসলেকে তাদের বিজ্ঞাপন থেকে একটি অংশ ছেঁটে ফেলতে বাধ্য করা হয়, ওই বিজ্ঞাপনে দাবি করা হয়েছিল তাদের খাবার খেলে বাচ্চার মধ্যে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

মরুবিজয়ের... ১৬/২৩৩

আগামী দশ বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পতিত জমিতে বনসৃজনের পরিমাণ দ্বিগুণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। 'গ্রিন ইন্ডিয়া মিশন' নামে কেন্দ্রের জলবায়ু পরিবর্তন অ্যাকশন প্ল্যানের ৪৪ হাজার কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে—উদ্দেশ্য বছরে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টন কার্বন -ডাই-অক্সাইড ধরে রাখা। প্রকল্পটির সফলতা নির্ভর করবে ৫ বছর পর্যন্ত গাছগুলি বেঁচে থাকার উপর।

চালাচালি ১৬/২৩৪

চিনের সঙ্গে কালমেঘ ও পুদিনাজাত দেশজ পেটেন্ট লড়াইয়ে জেতার পর 'পন্নি' চাল ট্রেডমার্ক ব্যবহার নিয়ে মালয়েশিয়ায় আর একটি আইনি যুদ্ধে ভারতের জয় হয়েছে। বাসমতীর মতো 'পন্নি'ও একটি বিশেষ চাল যা মূলত দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে চাষ হয় এবং বিদেশের বাজারে যার কদর খুব। যদিও ১৯৯৯-এ দেশের উৎপাদিত ফসলের পেটেন্ট ব্যবস্থা চালু হলেও এখনও পর্যন্ত মাত্র ১২০টিকে রেজিস্ট্রি করা গেছে।

তেল, গ্যাস ও হাওয়া ১৬/২৩৫

তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস নিগম লিমিটেড হাওয়া-বিদ্যুৎ বানাবে ঠিক করেছে। এই হাওয়া-কল বসবে রাজস্থানে। এই জন্য খরচ ৬৫০ কোটি। হাওয়া-কলের শক্তি হবে ১০২ মেগাওয়াট। বছরে এখান থেকে গড়ে ২০০—২১০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

পাওয়া যাবে। এক ইউনিট মানে হল ঘণ্টায় এক কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। এই নিগম রাজস্থান ও গুজরাটে ৫০১ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ তৈরির এক উদ্যোগের সম্ভাবনা নিয়েও খোঁজখবর করছে। এমন সব খবর দিল ডব্লুডব্লুডব্লু বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড.কম।

দূষণের দেনা

১৬/২৩৬

কারখানার দূষণ ঠেকাতে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ভারত দেনা করছে। দেনা করে ঘরে আনছে ৬৪.১৫ মিলিয়ন ডলার। এই টাকা নিতে হয়েছে চুক্তি করে, সইসাবুদ করে। সইসাবুদ করে এক প্রকল্প বানানো হয়েছে। নাম হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট। ২০১৫-র ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রজেক্টের কাজ সারতে হবে। এই কাজে রাজ্যে রাজ্যে যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ আছে, তার শক্তি ও কারিগরি ক্ষমতা বাড়ানো হবে। গ্রস্ত এলাকার ভোলবদল নিয়ে জাতীয় স্তরে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তৈরি হবে এক পলিসি নকশাও। এতসব জানতে পারলাম এইচটিটিপি.//টাইমসঅফইন্ডিয়া.ইন্ডিয়াটাইমস.কম-এর সুবাদে।

ম্যানেজারের পরিবেশ

১৬/২৩৭

পরিবেশ রক্ষা নিয়ে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলকাতায় এক শিক্ষাক্রম চালু করল। আসলে এই শিক্ষাক্রম দু-বছরের স্নাতকোত্তর ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমার অংশ। এমন কথাই বলছেন কলকাতা আইআইটি-র অধিকর্তা শেখর চৌধুরি। এই উদ্যোগের সঙ্গে আইআইটি কানপুর ও আইআইটি চেন্নাই-ও রয়েছে। খবর দিল চলতি মাসের সিভিল সোসাইটি পত্র।

অতি বেগুনি

১৬/২৩৮

কেরলে মারাইকুলম বেগুনকে ফেরানো হচ্ছে। মারাইকুলম একটা দেশি বেগুন। হারিয়ে গেছিল। গ্রামের পঞ্চায়েত ফিরিয়ে এনেছে। পঞ্চায়েত ওখানে এই নিয়ে উৎসাহ দিয়েছে। মারাইকুলম একটা গাঁ। গাঁ-এর নামেই বেগুন। এই বেগুন আদর পেত কেরালার ত্রাভাঙ্কোর ও অম্বালাপুঝার প্রাসাদে। সবজির জন্য কেরালা অন্য-মুখাপেক্ষী। এই বেগুনের ফেরা সেখানে আশার আলো। আশার আলো বিটি বেগুন শোরগোলেও। এমন সব খবর দিল সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০-এর সিভিল সোসাইটি।

গোঁফে তেল

১৬/২৩৯

তামিলনাড়ুর কাডালোর জেলার পানরুটির সবচেয়ে বিশালকায় ও মিষ্টি কাঁঠালের জন্য দেশজোড়া নামডাক। কাঁঠাল এদিক ওদিক ফলে। চাষি জমির ধারে লাগায়। তবে কাঁঠাল থেকে দু-পয়সা করার কথা চাষি কোনোদিন ভাবেন। কিন্তু পানরুটির কথা উল্টো। তারা কাঁঠাল চাষ করেছে। তারা কাঁঠাল গাছে সার দিয়েছে, সেচ দিয়েছে। মহাজনকে বিক্রি করেছে। কাঁঠাল চাষ তাদের সচ্ছলতা দিয়েছে। দু-বছরে কাঁঠাল চাষের জমি দ্বিগুণ হয়েছে। এখানে একটা কাঁঠালের ওজন ৬১ কেজি পর্যন্ত হয়েছে। পানরুটির কাঁঠাল-বৃত্তান্ত গিনেস অব্দি যেতে পারে। খবর দিল সিভিল সোসাইটি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০।

পশুর মতো - পাখির মতো

১৬/২৪০

বন্যপ্রাণ কল্যাণে ভারতে নতুন আইন আসছে। নয়া আইনে বন্যপ্রাণের প্রতি বর্বরতায় কঠোর সাজার ব্যবস্থা। পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ এমন সব বলছেন। বন্যপ্রাণী লালনকারী সংস্থা ও ব্যক্তি প্রাণীকে ভালো রাখতে কী করবে আইনে তার নির্দেশিকা থাকবে। ইতিমধ্যেই কুকুরশাবক ও মাছের উৎপাদন নিয়ে নিয়মবিধির খসড়া এসে গেছে। এইসব সাতসতেরো জানাল ডব্লুডব্লুডব্লু.হিন্দুস্তানটাইমস.কম।

হোয়াং হো

১৬/২৪১

চিনে শতকরা পঁচিশভাগ জল বিষিয়ে যাচ্ছে। ওদেশের পরিবেশমন্ত্রক এমন বলছে। ঠিকঠাক হিসেবে এই বিষিয়ে যাওয়ার পরিমাণ ২৬.৪ শতাংশ। এখন এই জল খালি লাগতে পারে কারখানায় আর সেচে। মন্ত্রক আরো বলছে এখন অব্দি চিনের ৪৪৩ টি শহরের মধ্যে১৮৯টিতে অ্যাসিড-বর্ষা নেমেছে। এসব কথা জানিয়ে দিল এইচটিটিপি//টাইমস অফ ইন্ডিয়া. ইন্ডিয়াটাইমস.কম।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

চালবাজি

১৬/২৪২

হাজার হাজার টন বাসমতী ইউরোপে বাতিল। বাসমতী ভারত থেকে গিয়েছিল। ওখানে পরখ করে কীটনাশক মিলেছে। এই ঘটনা কয়েক মাস আগের।

প্রায় ৩০ হাজার টন বাসমতী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা জার্মানি থেকে ফেরত এনেছে শাস্তি এড়ানোর জন্য। ভারতের বাসমতী চাল রফতানি সভা ইউরোপের ল্যাবরেটরিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। চাল পরখ করার পদ্ধতিতে সংশয় প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি ভারতীয় ব্যবসায়ীরা প্রচারও শুরু করেছে জোরকদমে। প্রায় ৩২ লাখ টনেরও বেশি চাল ভারত ও পাকিস্তান থেকে ইউরোপে গিয়েছে। এমন লক্ষণ ধরা পড়লে, সেই রফতানি-বরাত আগামীদিনে বাতিল হবে। ভয়ে এখন সেখানে। এমন সব খবর দিল ২৯ সেপ্টেম্বর-২০১০ এর টাইমস অফ ইন্ডিয়া।

অ-ভাবীকাল

১৬/২৪৩

পাঞ্জাবে ছোটদের শরীরে বিষ। বিষ পাওয়া গেছে ফরিদকোটের শিশুদের ভিতর। দেখা গেছে সীসা, বেরিয়াম, ক্যাডমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ইউরেনিয়াম ভরপুর তাদের শরীরে। এমন সব কথা বলছে একটি সমীক্ষা। সমীক্ষাটি বেরিয়েছে নিউজিল্যান্ডের একটি বিজ্ঞান সাময়িকীতে। সাময়িকীতে বলা হয়েছে এ ঘটনা বহু দিনের। পাঞ্জাবে কৃষিতে কোটি কোটি টন কীটনাশক প্রয়োগই নাকি এর একটা কারণ। এসব খবর দিল ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৭ আগস্ট ২০১০।

প্র জন্ম

১৬/২৪৪

কীটনাশকে মারা গেল ৩টি শিশু। এ ঘটনা শিলিগুড়ির। শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির টি এস্টেটের। এই মৃত্যু হয়েছে চা বাগান ঘেঁষা এক পুকুরের জল থেকে। ৩ জনের মধ্যে ১ জনের বয়স ৬, বাকি দু জনের ৪। এই ৩ শিশু-মৃত্যুর খবরে বাগানের আর এক কিশোরীও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কর্তৃপক্ষ বাগানে কীটনাশক প্রয়োগের কথা স্বীকার করেছে।

প্রাণপ্রন

১৬/২৪৫

সাগরের মাছের উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা শুরু হবে। সমীক্ষা হবে তামিলনাড়ুতে। সাগরের মাছ বলতে চিংড়ি। চিংড়ির ডিম ও লার্ভা পরখ করা হবে। এইসব ঘটবে তুতিকোরিনের গাল্ফ অব ম্যানারে। তুতিকোরিনের ফিশারিজ কলেজ অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই উদ্যোগ নেবে। উদ্যোগের অর্থমূল্য ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯০০ টাকা। খবর দিল হিন্দু–দিল্লি ২ আগস্ট ২০১০।

প্রকাশিত হয়েছে

বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ। এর মাঝের সময়টা শিশুর বড় হওয়ার জন্য খুব জরুরি। তার মনের লালন, বিকাশ এই সময় সাহচর্য চায়। ঘর থেকে শিশু বাইরে বেরোয়। চারপাশ দেখে, জানে ও বুঝতে চায়। এই বোঝানোর কাজ করতে হয়, প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গেও তাকে ধীরে ধীরে মিশিয়ে দিতে হয়, মিলিয়ে দিতে হয়। এইজন্য কোথাও কোথাও প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র আছে। সেই কেন্দ্রের শিক্ষক বা যে কোনো অভিভাবক এই সময় শিশুকে কী শেখাবেন, কীভাবে শেখাবেন তা পাতায় পাতায় এই বইতে। হাতে কলমে শেখাতে ছবিই বেশি। এই শিক্ষার পাঠক্রম, শংসাপত্র ইত্যাদির খসড়াও আছে। রয়েছে এক ছড়ার সংগ্রহও।

ডবল ডিমাই (৭"x১০") সাইজে ১৬ পয়েন্টে হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা , পাতা সংখ্যা ৪৮, মূল্য : ৪০ টাকা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ২০১০

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার : সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, দূরভাষ: ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)

সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস রূপায়ণ - অভিজিত দাস

সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু